মানুষ। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এস নিজেদের তথ্য জানতে চাইলেও চাকরিপ্রার্থীরা।

৯দফা দাবিতে অবস্থান শুরু বিদ্যুৎকর্মীদের

বুধবার বিদ্যুৎ ভবনে পশ্চিমবঙ্গ ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়নের অবস্থান বিক্ষোভ সমাবেশে বলছেন শ্যামল চক্রবর্তী।

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ৪ঠা জুলাই– কারখানার গেটে যখন একটার পর একটা তালা ঝুলছে। এরইসঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদা ধাপে ধাপে কমছে। তখন প্রতিদিন বিদ্যুতের মাশুল চড়বে কেন? বিদ্যুৎ কর্মীদের দুদিনব্যাপী বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচিতে বুধবার এই প্রশ্ন তুললেন সি আই টি ইউ নেতা শ্যামল চক্রবর্তী।

মোদী সরকারের জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিলের বিরোধিতায়, বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস ও ন্যায্য মহার্ঘভাতার দাবিসহ ৯দফা দাবিতে দুদিনব্যাপী লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি শুরু হল এদিন। বিধাননগরে বিদ্যুৎ ভবনের সামনে এই অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচিতে শ্যামল চক্রবর্তী বললেন, প্রতিদিন বিদ্যুতের মাশুল বাড়ছে, পেট্রোল ডিজেলের দাম চড়ছে। জনজীবনের ওপর ভয়ংকর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে কেন্দ্র ও রাজ্য –এই দুই সরকার। এই দুটো সরকারের বদল না ঘটাতে পারলে কোনও ন্যায্য দাবি আদায় সম্ভব নয়। অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী তৃণমূল সরকারের চরিত্র তুলে ধরতে তিনি এদিন বললেন, গুলি চালিয়ে বিদ্যুতের হুকিং বন্ধ করবে? গরিব সাধারণ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারেনি বলেই হুকিং চলছে। কেন্দ্রের জনবিরোধী মোদী সরকার সংসদে বিদ্যুৎ বিল পাশ করিয়ে আরও আক্রমণ নামিয়ে আনতে চলেছে জনজীবনে। এই আক্রমণের মোকাবিলায় লড়াই আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। আগামী ৯ই আগস্ট জেল ভরো কর্মসূচি, আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লি অভিযানে শামিল হবেন দুলক্ষাধিক শ্রমজীবী মানুষ।

বিদ্যুৎ বিল? বেসরকারিকরণ করে মাশুল আরও চড়ানোর লক্ষ্যে মোদী সরকার সংসদে পাশ করাতে চাইছে? ঠিক আকাশ থেকে পড়ার মতোই এরাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রীর এহেন মন্তব্য মোদী সরকারের প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল ২০১৪ নিয়ে। আজ নয়, গত ২৫শে এপ্রিল একটি বণিকসভার আলোচনায় বিদ্যুৎকর্মী আন্দোলনের নেতা প্রশান্ত নন্দী চৌধুরির সঙ্গে আলাপে বিদ্যুৎ বিলের প্রসঙ্গ যখন এসে পড়ল তখন রাজ্যের মানুষকে বিদ্যুৎ সরবরাহের দণ্ডমুণ্ড কর্তা খোদ বিদ্যুৎ মন্ত্রীর এমন অজ্ঞানতা ধন্দে ফেলে দেয় রাজ্যের মানুষকে। যদিও সেই আলাপের তিন ঘন্টার মধ্যেই প্রশান্ত নন্দী চৌধুরি বিদ্যুৎ বিলের বিস্তারিত খসড়া এমনকি দেশের প্রায় সমস্ত রাজ্যের তরফে এই জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিলের বিরোধিতা করে মন্তব্যগুলিও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে। কিন্তু তারপর সময় গড়িয়েছে শুধু। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের তরফে এমন সর্বনাশা বিদ্যুৎ বিলের বিরোধিতা জানিয়ে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি।

বুধবার দুপুরে দুদিনব্যাপী লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচিতে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎকর্মী আন্দোলনের নেতা প্রশান্ত নন্দী চৌধুরি রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের এমন ভণ্ডামির চিত্র তুলে ধরলেন। মোদী সরকার যখন সরাসরি বিদ্যুৎ বিল পাশ করানোর নীতি নিয়ে জনবিরোধী অবস্থান নিচ্ছে তখন এরাজ্যের সরকার ভণ্ডামি, নাটকের মোড়কে সেই বেসরকারিকরণের পথে বিদ্যুৎ মাশুল আরও চড়িয়ে দেওয়ার পথে। তিনি বলেন, গতকালই সিমলাতে দেশের সমস্ত রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। জানা নেই এরাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কিনা। গতবছরের বিদ্যুৎমন্ত্রীদের সম্মেলনেও এরাজ্যে কোনও প্রতিনিধিই ছিলেন না। এরসঙ্গেই তিনি উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হাস্যকর যুক্তি তুলে ধরছেন যে ক্ষতির পরিমাণ ১১শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে। তবেই নাকি বিদ্যুৎকর্মীদের মহার্ঘভাতা দেওয়া হবে। গোটা দেশের মধ্যে একমাত্র রাজ্য কেরালা বিদ্যুতে লোকসানের বহর কমিয়ে আনতে পেরেছে ১১.৪৩শতাংশে। কিন্তু তাহলে দেশের বাকি রাজ্য কি বিদ্যুৎকর্মীদের বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করবো না? গত ৬মাসে ওড়িশা, অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্রসহ প্রায় সমস্ত রাজ্যেই পে কমিটি বসে বেতনহার পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা নিয়েছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গ এমন জনবিরোধী, শ্রমিকবিরোধী অবস্থান নিয়ে চলছে কেন? বুধবার শ্যামল চক্রবর্তীও বিদ্যুৎ কর্মীদের সমাবেশে বলেন ২০১১সালের পর থেকে একবারও রাজ্যের বিদ্যুৎ কর্মীদের বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস হয়নি।

এদিন অবস্থান বিক্ষোভ সমাবেশে সি আই টি ইউ রাজ্য সভাপতি সুভাষ মুখার্জি বলেন, রাজ্যে শ্রমজীবী মানুষের ওপর আক্রমণ বাড়ছে। আর এমন পরিস্থিতিতেই এক নতুন ধরনের লড়াই আন্দোলন শুরু হয়েছে। গতকাল মহানগরে সারারাত জেগে ধরনা, অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি শুরু করেছিল মহিলারা। এদিন বিধাননগরে বিদ্যুৎকর্মীরা দুদিনব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি শুরু করলেন। বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, ন্যূনতম ১৫শতাংশ অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা, বকেয়া ১৭শতাংশ মহার্ঘভাতা আদায়, অস্থায়ী এবং ঠিকা কর্মীদের স্থায়ীকরণ, সমকাজে সমবেতন, ন্যূনতম ১৮হাজার টাকা মজুরি, পূর্বের প্রথায় পেনশন, অবসরপ্রাপ্তদের চিকিৎসার দায়িত্ব, নথিভুক্ত ইউনিয়নের আইনি স্বীকৃতি, বিদ্যুৎ বিল ২০১৪ প্রত্যাহার এবং বিদ্যুৎ শিল্প বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে এই লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

অবস্থানে এছাড়াও বক্তব্য রেখেছেন সি আই টি ইউ নেত্রী গার্গী চ্যাটার্জি, বৈশাখী কুণ্ডু, সঞ্জয় চক্রবর্তী, অনির্বাণ মুখার্জি, অভ্র মিত্র প্রমুখ। বিদ্যুৎকর্মীদের এই লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচিতে আই এন টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষে এবং ডি ভি সি শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। বুধবার অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে বিদ্যুৎ ভবনে পরিচালন অধিকর্তাকে ডেপুটেশান দিতে যান জীতেন নন্দী, এলা পাত্র, গণনাথ দাস, মধুছন্দা ঘোষসহ প্রতিনিধিবৃন্দ। অবস্থান কর্মসূচি পরিচালনা করেন প্রশান্ত নন্দী চৌধুরি, সোমনাথ ভট্টাচার্য, দীপক রায়চৌধুরি ও মিন্টু দত্তকে নিয়ে গড়া সভাপতিমণ্ডলী। এদিন অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচিতে কৃষ্টি সংসদ সোনারপুরের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

Scanned by CamScanner

বিদ্যুৎ ক্ষেত্র বেসরকারি হাতে চালানে নীরবই ছিল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ৫ই জুলাই– শিল্পের লাভ বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থার ঘরে, আর লোকসান রইল দেশের আমজনতার জন্য। বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল, ২০১৪-র আসল লক্ষ্য এটাই। বৃহস্পতিবার বিধাননগরে বিদ্যুৎ ভবনের সামনে দুদিনব্যাপী লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে একথা বললেন বিধানসভার বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। বুধবারই শুরু হয়েছে বিদ্যুৎ কর্মীদের এই নাগাড়ে অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি। এদিন এই অবস্থান কর্মসূচি থেকে বিদ্যুৎ বন্টন ও সংবহন বিভাগের অধিকর্তার কাছে মোদী সরকারের জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিলের বিরোধিতা, বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস ও ন্যায্য মহার্ঘভাতা ও সম কাজে সম বেতনের দাবিসহ ৯দফা দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ কর্মীদের এই ধরনা অবস্থান কর্মসূচিতে সুজন চক্রবর্তী বলেন, এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জানেন না যে, দেশের অধিকাংশ সরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা লোকসানে চলে। আর তাই লোকসানের বহর ২৮শতাংশ থেকে ১১শতাংশে না নামিয়ে আনলে নাকি বিদ্যুৎ কর্মীদের ন্যায্য পাওনা মহার্ঘভাতা দেবেন না। সরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা গরিব সাধারণ মানুষের ঘরে

বৃহস্পতিবার বিধাননগরে বলছেন সুজন চক্রবর্তী।

বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে। সেই জনমুখী উন্নয়নের কাজ থামিয়ে দিতেই এমন লাভ লোকসানের গল্প ফাঁদা হচ্ছে। সুজন চক্রবর্তী এদিন সমাবেশে বলেন, ২০০৩ বিদ্যুৎ বিলের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা দেশজুড়ে করেছিলেন বামপন্থীরাই। সেদিনও বিদ্যুৎ বেসরকারি হাতে চালান করার পক্ষে নীরব ছিলেন, আজও মৌনব্রত নিয়ে চলেছে রাজ্যের শাসকদল। এই মুহূর্তে পেট্রোল ডিজেল থেকে লিটার প্রতি ২০টাকা সেস আদায় করে নিচ্ছে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। কিন্তু রাজ্যের সাধারণ মানুষের বোঝা লাঘব হতো যদি এই সেস প্রত্যাহার করে নিতেন। রাজ্যের পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার পেট্রোপণ্যের দরবৃদ্ধি হয়েছিল যখন তখন এই সেস প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। মানুষ কিছুটা ছাড় পেয়েছিলেন।

এদিন এই অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচিতে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু, বিদ্যুৎ কর্মী আন্দোলনের নেতা প্রশান্ত নন্দীচৌধুরি, সোমনাথ ভট্টাচার্য, তিলক কানুনগো, জীতেন নন্দী প্রমুখ। বিদ্যুৎ কর্মীদের এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সি ই এস সি ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তরুণ ভরদ্বাজ, দেবব্রত বিন্দু, ভারতের বিদ্যুৎ কর্মী ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাঞ্চন মুখার্জি প্রমুখ। বৃহস্পতিবার এই বিক্ষোভ সমাবেশে অনাদি সাহু বলেন, আগামী ৭ই ডিসেম্বর গোটা দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বিদ্যুৎ কর্মী ও প্রযুক্তিবিদদের জাতীয় সমন্বয় কমিটি। দেশজোড়া এই ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এদিকে বুধবার ধর্মতলায় মহিলাদের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ধরনা, অবস্থান কর্মসূচির ওপর পুলিশি নির্যাতন, হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। অবস্থান কর্মসূচিতে সোমনাথ ভট্টাচার্য বলেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সম কাজে সম বেতনের পক্ষে রায় দেওয়ার পরেও তা কার্যকর করা হচ্ছে না। কেন্দ্র এবং রাজ্য এই দুই সরকারই শ্রমজীবী মানুষের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে। এর মোকাবিলায় বৃহত্তর গণআন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। এদিন বিক্ষোভ অবস্থান কর্মসূচি থেকে স্মারকলিপি জমা দিতে যান জীতেন নন্দী, বেলা পাত্র, সঞ্জয় চক্রবর্তী, তিলক কানুনগো, মিন্টু দত্ত, অনির্বাণ মুখার্জি ও অভ্র মিত্র।

Scanned by CamScanner